ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা

(Trust in God's Might)

১ শমূয়েল ১৪ অধ্যায় ১-১৫

১শমূয়েল ৮ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ইজ্রায়েলীরা তাদের প্রতিবেশি দেশদের অনুকরণে রাজা চেয়েছে। ৯ এবং ১০ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, তাদের সেই যাচ্ঞার উত্তরে ঈশ্বর শৌলকে দিয়েছেন। ইজ্রায়েলের উপর রাজা হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করতে ঈশ্বরের আত্মা পর্যন্ত শৌলের উপর এসেছেন (১০:৫-১০)। এই সময় শমূয়েলও শৌলকে এমন কথা বলেছিল, *"এই সকল চিহ্ন তোমার প্রতি ঘটিলে পর তোমার হাত যা করতে পায়, তা কোরো, কারণ ঈশ্বর তোমার সহবর্তী।"* এরপর, ১১ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, অম্মোনীয় নাহশ যখন যাবেশ-গিলিয়দে বসবাসকারী ইজ্রায়েলীদের ডান চোখ তুলে ফেলার পণে সন্ধি করার কথা বলে, তখন ঈশ্বরের আত্মার পরিচালনায় শৌল তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার ইজ্রায়েলীর যোগদানে বিরাট জয় লাভ করে। এখন, এর থেকে যে সত্য আমরা খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারি, তা হল, ইজ্রায়েল তাদের উপর এমন একজন রাজা চেয়েছে যে তাদের অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করবে (৮:২০); অর্থাৎ যার দ্বারা তারা তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। সদাপ্রভুও তাদের উপর শৌলকে রাজা করেছেন যেন ইজ্রায়েল তার নেতৃত্বে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পায়। কিন্তু শৌল এই সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। শৌল যখন ৩,৩০,০০০ সৈন্যের যোগদানে অম্মোনীয় নাহশের বিরুদ্ধে বিরাট জয় পেয়েছিল, তখন কি শৌলের উচিৎ ছিল না, এদের সাহায্যে পলেষ্টীয়দেরও আক্রমণ করা। কারণ, এই কাজের জন্যই তো তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরিবর্তে, শৌল তাদের সবাইকেই বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল, তার নিজের কাছে ও পুত্র যনাথনের কাছে মাত্র ৩,০০০ সৈন্যকে রেখে দিয়েছিল (১৩:২)। এই সময় যদিও ইজ্রায়েলের মাটির উপর বিভিন্ন স্থানে একাধিক পলেষ্টীয় প্রহরী সৈন্যদল অবস্থান করছিল (১০:৫; ১৩:৩; ১৪:১, ৪), তথাপি তাদের দূরীকরণে শৌলের বিন্দুমাত্র চিন্তা বা পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু ১৩ ও ১৪ অধ্যায়ে শৌলের ছেলে যোনাথনের মধ্যে ব্যতিক্রমী আচরণ আমাদের চোখে পড়ে। ইজ্রায়েলের বুকের উপর পলেষ্টীয় প্রহরী সৈন্যদলের উপস্থিতিকে যোনাথন সহ্য করতে পারেনি; আর তাই সে গেবাতে স্থিত পলেষ্টীয় প্রহরী সৈন্যদলকে আঘাত করেছিল (১৩:৩)। ফলস্বরূপ, পলেষ্টীয়দের অগণিত সৈন্য মিকমসে ইজ্রায়েলীদের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করেছিল। আর তাদের দেখে শৌলের ডাকে সাড়া দিয়ে যারা গিল্‌গলে এসেছিল, তারা সবাই পালিয়েছিল, শৌলের কাছে মাত্র ৬০০ জন অবশিষ্ট ছিল (১৩:১৫)। এই সময় আবার, পলেষ্টীয়দের শিবির থেকে ৩টি দলে বিনাশক সৈন্য বের হয়ে ইজ্রায়েলের অলিতে-গলিতে হানা দেওয়া শুরু করেছিল।

ইজ্রায়েলের এমন মারাত্মক পরিস্থিতিতে, তাকে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করতে, তারা যাকে রাজা হিসাবে চেয়েছে, ঈশ্বর যাকে রাজা হিসাবে দিয়েছেন, তার কর্তব্য কী? শৌলের কি উচিৎ ছিল না, ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতায় আস্থা রেখে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া? কিন্তু এর মধ্যে আরও একটি ঘটনা ঘটে গেছে, আর তা হল, মিক্‌মসে পলেষ্টীয়দের বিশাল সৈন্যদলকে জমায়েত হতে দেখে ও শমূয়েলের আগমনে বিলম্ব দেখে ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে শৌল নিজেই হোমবলি উৎসর্গ করেছে; আর তা দেখে শমূয়েল তাকে শুনিয়েছে, *"এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকবে না"* (১৩:১৪)। এইভাবে, একদিকে যখন কর্তব্য বা দায়িত্বের হাতছানি, তখন অন্যদিকে রাজত্ব হাতছাড়া হবার ভয়, এই দুইয়ের টানাপড়েনে শৌল কী করেছিল, আর তার সেই আচরণের বিপরীতে তার ছেলে যোনাথন কী করেছিল, তা আমরা ১৪ অধ্যায়ে দেখতে চলেছি।

১। <u>শৌলের আচরণ (২-৩ পদ)</u>: ২ পদে বলা হয়েছে, *"তখন শৌল গিবিয়ার প্রান্তভাগে মিগ্রোণের দাড়িম্ব (বেদানা/ডালিম) বৃক্ষের তলায় অবস্থিতি করছিল।"* বেদানা বা ডালিম গাছ আকারে বা আয়তনে খুবই ছোট, আর তাই, তার নিচে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

শৌলের অবস্থানের দ্বারা একা বিশ্রাম নেবার কথাই বলা হয়েছে। এখানে পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করার ছক-কষার বিষয় কোনও উল্লেখ করা হয়নি। তাই, ধরা যেতে পারে শমূয়েলের মুখে রাজত্ব হাতছাড়া হবার কথা শুনে শৌল এতখানি ভেঙ্গে পড়েছে যে, সে তার দায়িত্বের কথা ভুলে গেছে। শৌল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছে। পলেষ্টীয়দের সঙ্গে নতুন করে কোনও সমস্যা তৈরী করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা শৌলের নেই। ২ পদে আরও বলা হয়েছে যে, এই সময় শৌলের কাছে প্রায় ৬০০ ইজ্রায়েলী ছিল। ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা রেখে এদেরকে নিয়ে যে কিছু করা যায়, তা শৌল কল্পনাও করতে পারেনি। শৌল বাস্তব দৃষ্টিকোন্ থেকে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছে– পলেষ্টীয়দের অগণিত অস্ত্রধারী নিপুন সৈন্যের বিরুদ্ধে ৬০০ জনের অস্ত্রবিহীন সাধারণ ইজ্রায়েলী কী করতে পারে? শৌল যে শেষকথায় উপনীত হয়েছে, তা হল, অসম্ভব। আর তাই সে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। শৌলের মধ্যে সেই ভয় কাজ করছে, যে ভয় তাকে তার কাকার কাছে শমূয়েলের দ্বারা অভিষেকের কথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল (১০:১৪-১৬), যে ভয় তাকে জিনিসপত্রের মধ্যে লুকাতে বাধ্য করেছিল (১০:২২), যে ভয় তাকে বাধ্য করেছিল সেই কথা চিন্তা করতে যে, সমস্ত ইজ্রায়েল তাকে ছেড়ে চলে যাবে (১৩:১১), আর সেই ভয়ে সে নিজে হোমবলি উৎসর্গ করেছিল। সেই ভয়ই শৌলকে সেদিন একাকী ডালিম গাছের নিচে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য করেছিল। শৌল ভুলে গেছিল যে, ইজ্রায়েল কখনও নিজের শক্তি বা বুদ্ধিতে জয় পায়নি, সদাপ্রভুই তাদের জয় দিয়েছেন। সেই সদাপ্রভুতে আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে শৌল ব্যর্থ হয়েছে।

৩ পদে বলা হয়েছে, *"আর এলি, যিনি শীলোতে সদাপ্রভুর যাজক ছিলেন, তার সন্তান পীনহসের সন্তান . . . অহীটুবের পুত্র যে অহিয়, তিনি এফোদ বস্ত্রধারী ছিলেন।"* ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে প্রধান যাজকের জন্য যে বিশেষ পোষাকের আজ্ঞা দিয়েছিলেন (যাত্রা ২৮ অধ্যায়), তার একটি অংশ ছিল এফোদ (যাত্রা ২৮:৪-১৩)। আবার, ঊরীম ও তুম্মীম (দীপ্তি ও সিদ্ধতা) সম্বলিত বুকপাটা প্রধান যাজকের এফোদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। এখন প্রধান যাজকের কাছে এই ঊরীম ও তুম্মীম থাকত, এবং এদের ব্যবহারের মাধ্যমে কোনও বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করা হত (যাত্রা ২৮:৩০; ১ শমূয়েল ২৩:৯-১২; ৩০:৭-৮)। [হিব্রু ভাষায় এই দুটি শব্দের অর্থ সম্ভবত "অভিশাপ ও সিদ্ধতা"। হিব্রু ভাষায় 'ঊরীম' শব্দটি হিব্রু বর্ণমালার প্রথম বর্ণ (আলেফ) দিয়ে শুরু, এবং 'তুম্মীম' শব্দটি শেষ বর্ণ (টাও) দিয়ে শুরু। গুলবাঁটের সময়, বিশেষ করে সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ইচ্ছা জানবার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হত (গণনা ২৭:২১)। এদের বিষয় যদিও আমাদের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই, কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, গুলিবাঁটের সময় ঊরীমের (অভিশাপ) সংখ্যা বেশি হলে, ঈশ্বরের উত্তরকে 'না' বলে মনে করা হত; কিন্তু তুম্মীমের (সিদ্ধতা) সংখ্যা বেশি হলে, ঈশ্বরের উত্তরকে 'হ্যাঁ' বলে ধরা হত]। এখন, শৌলের কাছে সেদিন এফোদ এবং 'ঊরীম ও তুম্মীমের' ব্যবহারের সুযোগ ছিল, কিন্তু শৌল তাদের ব্যবহারেরও কোনও প্রয়োজন উপলব্ধি করেনি। শৌল কেবল নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু সেখানে কি সে সত্যি নিরাপদ ছিল? কারণ, ৩ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, *"যোনাথন যে বের হয়ে গেছে, সে কথা লোকেরা জানত না।"* ভিতরের কোনও লোক বাইরে গেলে যদি কেউ না জানে; তাহলে ধরা যেতে পারে যে, বাইরের লোক ভিতরে আসলেও, তা জানার কোনও উপক্রম ছিল না। শৌল ও তার সঙ্গে ৬০০ জন ভয়ে জড়সড় হয়ে সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে কেবল মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল।

আজ খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরাও শৌলের অনুকরণে বিশ্বাসের আচরণের পরিবর্তে বাস্তব-সম্মত আচরণের পক্ষপাতী। কারণ বিশ্বাসী বলে পরিচয় দিলেও, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস খুবই কম। আর সেই বিশ্বাসের অভাবের কারণে ভয় আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে। কী খাব, কী পরব, কোথায় থাকব, এই চিন্তাই আমাদের জীবনে মূখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ভুলে যাই, ২করিন্থীয় ৫:৭ পদে পৌল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, *"আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলি, বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়।"*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

২। <u>যোনাথনের আচরণ (১, ৪-১৫)</u>: কিন্তু যোনাথনের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ দেখতে পাই। ১ পদে বলা হয়েছে, *"... যোনাথন নিজের অস্ত্রবাহক যুবককে বলল, চল, আমরা ঐ দিকে পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদলের কাছে যাই।"* ১৩ অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম, যোনাথনের দ্বারা গেবাতে পলেষ্টীয়দের আক্রমণের ফল কত মারাত্মক হয়েছিল। তথাপি, তা যোনাথনকে পলেষ্টীয়দের ধ্বংস করার উৎসাহকে সামান্য খর্ব করতে পারেনি। ধরা যেতে পারে, যোনাথন ভেবেছে, পরিস্থিতির যেহেতু কোনও পরিবর্তন হয়নি, পরিবর্তে পলেষ্টীয় বিনাশক-সৈন্যদের হানা শুরু হয়েছে, তাই আক্রমণই বাঁচার একমাত্র উপায়। তাই, ইজ্রায়েলের মাটিতে যে সমস্ত পলেষ্টীয় প্রহরী সৈন্যদল অবস্থান করছে, তাদের দূর করার দ্বারাই সমস্ত পলেষ্টীয়দের পিছু হটানো সম্ভব।

যোনাথনের সঙ্গে ৬০০ জন নয়, কিন্তু মাত্র একজন ছিল। কিন্তু তাতেও সে বিব্রত হয়নি। কারণ, ইজ্রায়েলের ইতিহাস এবং সদাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে যোনাথন নিশ্চিত হতে পেরেছিল। ইজ্রায়েলের ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ অদম্য সাহসে কেবল একজন অস্ত্রবাহককে নিয়ে সে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই, ৬ পদে যোনাথন তার অস্ত্রবাহককে এমন কথা বলেছে, *"চল, আমরা ঐ দিকে অচ্ছিন্নত্বকদের প্রহরী দলের কাছে যাই; হয়ত সদাপ্রভু আমাদের জন্য কাজ করবেন; কারণ অনেকের দ্বারা হোক বা অল্পের দ্বারা হোক, নিস্তার করতে সদাপ্রভুর কোনও প্রতিবন্ধক নাই।"* পলেষ্টীয়দের *"অচ্ছিন্নত্বক"* বলার দ্বারা যোনাথন ইজ্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তিকে স্মরণ করেছে, যে চুক্তির ফলস্বরূপ তিনি তাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি ও তাদের প্রতিরক্ষার প্রতিজ্ঞা করেছেন। আর তাই, যোনাথন উপলব্ধি করেছে যে, রাজা হিসাবে তাদের দায়িত্ব ঈশ্বরের প্রজাদের সেই সমস্ত চুক্তিবিহীন পলেষ্টীয়দের কবল থেকে উদ্ধার করা।

অন্যদিকে, শৌলের প্রতি শমূয়েলের কথাও (১৩:১৩-১৪) যোনাথনকে বিচলিত করেনি। শৌলের রাজত্ব হাতছাড়া হওয়ার অর্থ যদিও যোনাথনের রাজা না হওয়া, তথাপি সেই মুহূর্তে রাজপুত্র হিসাবে প্রজাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিশ্বাসের আচরণ থেকে যোনাথন পিছ্পা হয়নি। ধরা যেতে পারে, শমূয়েলের মাধ্যমে ইজ্রায়েলের কাছে ঈশ্বর তাঁর যে আজ্ঞাকে উপস্থিত করেছিলেন (১২:১৪-১৫, ২০-২৫), যোনাথন তাতে আস্থা রেখেছিল, তাই তার প্রতি সে বাধ্যতা প্রদর্শন করতে পেরেছিল।

সদাপ্রভুর বাক্যের প্রতি এই বিশ্বাসই যোনাথনকে সৈন্য সংখ্যার প্রতি মনোযোগী করেনি। ইতিহাস থেকে সে জানে, মাত্র ৩০০ জন ইজ্রায়েলী গিদিয়োনের নেতৃত্বে কীভাবে মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। আর তাই, সে এমন কথা বলতে পেরেছিল, *"কারণ অনেকের দ্বারা হোক বা অল্পের দ্বারা হোক, নিস্তার করতে সদাপ্রভুর কোনও প্রতিবন্ধক নাই।"* রোমীয় ৮:৩১ পদে প্রেরিত পৌল লিখেছে, *"ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষ, তখন আমাদের বিপক্ষ কে?"* যোনাথনের মধ্যে ঈশ্বরের ক্ষমতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলেই, তার পরবর্তী পদক্ষেপ, যা বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে ছিল আত্মহত্যা বা আত্মঘাতী হবার সামিল, তা সে গ্রহণ করতে পেরেছিল। এ বিষয়ে তার চিন্তা তার পিতার চিন্তা থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। যোনাথন তা ভালো করেই জানত, আর তাই তার এই পরিকল্পনার বিষয় তার পিতাকে সে কিছুই জানায়নি (১ পদ)। কারণ, সে জানত যে, তার পিতা তাকে এই অভিযানে অবশ্যই বাধা দেবে। অন্যদিকে, যোনাথন অতীতে তার কথা ও কাজের দ্বারা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরী করতে পেরেছিল; তাই তার অস্ত্রবাহক এক বাক্যে সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনায় সায় দিয়েছিল (৭ পদ)।

ঈশ্বরের ইচ্ছা হল, যোনাথন যেন পলেষ্টীয় প্রহরী দলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর, যোনাথন জানতে চাইল, সেই যুদ্ধ পাহাড়ের চূড়ায় হবে, না নিচে হবে। এর জন্য যোনাথন ও তার অস্ত্রবাহী উপরে পলেষ্টীয় প্রহরী দলের চোখে ইচ্ছাকরে সেই গিরিপথে নিজেদের দেখা দিল। এখন, তাদের দুজনকে দেখে পলেষ্টীয়দের যে স্বাভাবিক আচরণ হওয়া উচিৎ ছিল, তা হল, এত সময় লুকিয়ে থাকা ইজ্রায়েলী সৈন্যদের দেখে নিচে নেমে এসে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আক্রমণ করা ও হত্যা করা। কিন্তু তারা তাদের দুজনকে দেখতে পেয়ে, তা না করে, উপরে তাদের কাছে আসতে বলল। এর কারণ হয়ত তারা তাদের দুজনকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল ও উপরে এলে উচিৎ শিক্ষা দেবে ভেবেছিল; কিংবা কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক তাদের কথা শুনে উপরে আসবে না, বরং পালাবে; কিংবা ইজ্রায়েলী দুজন গোপনে আত্মসমর্পণ করে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছে (যেমন অন্যরা করেছে, ২১ পদ), এমন কথা তারা ভেবেছিল।

যাইহোক, পলেষ্টীয়দের এমন আচরণে যোনাথন উপলব্ধি করেছিল যে, সদাপ্রভু তাদেরকে যোনাথনের হাতে সমর্পণ করেছেন (১২ পদ)। আর তাই, একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে, বাস্তব-দৃষ্টিকোন্ থেকে সবথেকে বোকার কাজটি যোনাথন করল। তারা দুজন হামাগুড়ি দিয়ে সেই পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে থাকল। এখন, এইভাবে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে গেলে দুই হাত ও দুই পা ব্যবহার করতে হয়; আর তাই, এই সময় অস্ত্র ব্যবহার করার কোনও উপায় থাকে না। পলেষ্টীয়রা ইচ্ছা করলেই উপর থেকে পাথরের চাঁই ফেলে তাদের হত্যা করতে পারে। কিন্তু যোনাথন কেবল ঈশ্বরের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে সেই বোকার কাজ পর্যন্ত করেছিল। যোনাথন সেদিন তার বিশ্বাসের যথার্থ উত্তর পেয়েছিল; ঈশ্বর সেই সমস্ত পলেষ্টীয় প্রহরীদের তার হাতে সত্যিই সমর্পণ করেছিলেন। ফলস্বরূপ, যোনাথন ও তার অস্ত্রবাহী পাহাড়ের উপরে উঠে খুব অল্প সীমা ও সময়ের মধ্যে কুড়ি জনের মতো প্রহরীকে হত্যা করেছিল। একইসঙ্গে, যোনাথনের সঙ্গে ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতির প্রকাশ ভূমিকম্পের দ্বারা প্রকাশ করলেন, তাতে পলেষ্টীয় ***"শিবিরমধ্যে, ক্ষেত্রে, ও সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কম্প উপস্থিত হল, প্রহরী ও বিনাশক-দলও কম্পান্বিত হল"*** (১৫ পদ)। তাদের সেই পরিস্থিতিকে আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। ঝড়ে সমুদ্রের জল যেমন আন্দোলিত হয়, সেদিন মাটি যখন সেইভাবে আন্দোলিত হয়েছিল, পলেষ্টীয়রা বাধ্য হয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে এদিক-ওদিক দৌড়াতে। সেই আতঙ্কে তারা একে অন্যকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করেছিল। তাদের সমস্ত রথ অকেজো হয়ে পড়েছিল, যেহেতু ঘোড়া বা পশুরা সবার আগে সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে অশান্ত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, শৌল ও তার ৬০০ লোক, পূর্বে পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যোগদানকারী ইব্রীয়রা ও যে সমস্ত ইজ্রায়েলী পাহাড়ের গুহায় পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা সবাই মিলে তাদের আক্রমণ করেছিল। ইজ্রায়েল অদ্ভুৎ জয় পেয়েছিল।

পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ইজ্রায়েলের এই জয় আমাদের শিক্ষা দেয় (১) অবিশ্বাসীদের ন্যায় আমরা যেন কেবল পরিবেশ ও পরিস্থিতির আনুকূল্যের উপর নির্ভর না করি, কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা রাখি। (২) বিশ্বাস অনুসারে আমরা যেন কাজ করি বা অপেক্ষা করি। আমরা অপেক্ষা করব, যখন আমাদের কাজ অবাধ্যতার সামিল হবে (হাগারকে বিয়ে না করে অব্রাহামের অপেক্ষা করা উচিৎ ছিল, শমূয়েলের জন্য শৌলের অপেক্ষা করা উচিৎ ছিল)। কিন্তু অন্য সময়, আমাদের কাজের দ্বারা বিশ্বাস প্রকাশ করতে হবে, তখন অপেক্ষা করলে চলবে না। অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার একমাত্র উপায় হল, ঈশ্বরের বাক্য। (৩) আমাদের বিভিন্ন দূর্বলতা ও অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে প্রভু কাজ করে থাকেন। কারণ, ***"প্রভুর অনুগ্রহ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট; তাঁর শক্তি দূর্বলতায় সিদ্ধি পায়"*** (২করিন্থীয় ১২:৯-১০)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com